CHITRAMALA

Digital Magazine of Photography Club, Basirhat College

NEVER COMPROMISE ONLY IMPROVISE

CREATIVITY

Winter Issue

Chief Patron:

Dr. Ashoke Kumar Mondal, Principal, Basirhat College

Patrons:
Prof. Dinabandhu Barat, In Charge of Evening Section, Basirhat College.

Prof. Niladri Saha, Associate Professor, Coordinator IQAC

Dr. Rajkumar Das, Associate Professor, Secretary of Teachers' Council

Dr. Monojit Sarkar, Assistant Professor, Member of the Governing Body

Prof. Gautam Lal Mukhopadyay, Associate Professor. Department of Philosophy

Prof. Asok Kumar Roy, Associate Professor. Department of Economics

Prof. Chinmoy Ghosh, Assistant Professor, Department of Zoology for his immense technical support.

Editor:
Prof. Paramita Mallick, Assistant Professor, Department of Physics

Joint Editor:
Dr. Jyotirmoy Sikdar, Assistant Professor, Department of Physiology

Advisor:
Dr. Sudip Mondal, Assistant Professor, Department of Mathematics

Cover Courtesy:
Paramita Mallick , Assistant Professor, Department of Physics

Special Thanks to Mr. Feroz Islam, Guest Lecturer, Department of Zoology for his continuous cooperation.

From the Desk of the Editor

Basirhat College is one of the premier educational institutions under the affiliation of West Bengal State University. It has marked its presence in the field of education for quite a long period of time in the district as well as in the state. Basirhat College always encourages various activities like NCC, NSS, Yoga, Outdoor Sports etc. other than classroom teaching-learning. Along with these the college has established a Photography Club "You Click" to encourage the seeing what others cannot see and showcase the beauty of our own home called 'The Earth". In our club we focus on the techniques to learn the basics of Photography, we take our students for photo walks, arrange seminars and workshops. To top these all "You Click" has also started a bi-lingual (English/Bengali) magazine called "Chitramala". Motivation of this magazine is to uplift the passion for photography among the students and other photo enthusiasts.

Paramita Mallick

Editor

সম্পাদকের মনের কথা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বসিরহাট কলেজ অন্যতম। জেলা এবং রাজ্যস্তরে শিক্ষার বিস্তারে এই মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পুণ্যলগ্ন থেকেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে । এই প্রতিষ্ঠানটি পঠন পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে NCC,NSS, যোগাসন ও অন্যান্য ক্রীড়া অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের দিকে সর্বদা মনোনিবেশ করেছে। এই গুলির সাথে নতুন সংযোজন এই কলেজের Photography Club "You Click". চারপাশে অবিরাম ঘটে যাওয়া ঘটনা লেন্স বন্দি করতে আর এই অনিন্দ্য সুন্দর গ্রহ যাকে আমরা পৃথিবী বলে জানি , যা আমাদের এক ও একমাত্র ঘর , তার অনাবিল সৌন্দর্য্যকে সবার সাথে ভাগ করে নেওয়াই আমাদের এই Photography Club "You Click" মূল উদ্দেশ্য। আলোকচিত্রের বিভিন্ন খুঁটিনাটি শেখা , ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে photowalk এ যাওয়া , seminar ও কর্মশালা আয়োজন করা ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যক্রমের মাধ্যমে আমরা আলোকচিত্রপ্রেমীদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করি । এই সবকিছুর পাশাপাশি আলোকচিত্রের নেশাকে আরও একটু বাড়িয়ে তুলতে আমরা একটি আলোকচিত্র সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশ করছি যার নাম "চিত্রমালা " । "চিত্রমালা " সকল সৌন্দর্য্য প্রেমী মানুষের কাছে সমাদৃত হবে এই আশা রাখি ।

Paramita Mallick

সম্পাদক

ছবির কথা

Reema Mukherjee
FFIP, E FIAP

আজকের পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে প্রায় লক্ষাধিক ছবি তোলা হয় এবং কোটি কোটি মানুষ ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলেন। প্রচুর ভালো দিক থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভুয়ো খবর, ছবিতে অন্যের মুখ বসিয়ে দেওয়া, অনুমতি ছাড়া ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া, অন্যের তোলা ছবিকে নিজের বলে চালানো, অন্যের তোলা ছবির নকল করা ইত্যাদি অসম্ভব বেড়েছে। ছোটবেলায় আমরা কিভাবে লিখতে পড়তে হয়, অন্যের দেখে লিখতে হয় না ইত্যাদি পড়েছি কিন্তু ফটোগ্রাফির বেলায় এসব কিছুই শেখা হয়নি। ফলে, কোন ছবি কিভাবে তোলা উচিৎ, কিভাবে একটা ছবিকে দেখা উচিৎ, এসব শিক্ষা প্রায় নেই বললেই চলে।আর যারা আমরা সাধারণ মানুষ ,যে কোন ছবি দেখে সেই ঘটনাটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি,আবেগপ্রবণ হয়ে যাই,ভয় পাই, রাগ হয়, হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। তাই একটা ছবি দেখার চোখ তৈরি হওয়াটাও জরুরি।

আমরা যারা আশির দশকে বড় হয়েছি, তাদের অনেকেরই হয়ত মনে আছে একবার সুদূর আফ্রিকার সুদানের একটা ছবি খবরের কাগজে এসেছিল যা দেখে গা শিউরে উঠেছিল সবার।ছবিটিতে দেখা যায় একটা একটা ক্ষুদার্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত শিশুমাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে আর একটা শকুন শিশুটির মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

১৯৯৩ সালে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স এ ছবিটা প্রথম প্রকাশিত হয়। ছবিটি তুলেছিলেন কেভিন কার্টার নামক নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স এর এক ফোটো জার্নালিস্ট। এই ছবিটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়াতে আলোচনা শুরু হয়। সুদানের এই নগ্ন সত্যটি পৃথিবীর সামনে ধরা পড়ে গোটা আফ্রিকার মুখ হিসেবে। একটা ছবি আসলে অসংখ্য শব্দের চেয়েও বেশি সত্য- এই কথাটাই ঘুরে ঘুরে আসে।ছিছিক্কার পড়ে যায় সমাজের সমস্ত মহলে।

কেভিন কার্টার এর তোলা সুদানের সেই ছবিটি

এছাড়াও,লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের রেল লাইনে কাটা পড়ার ছবি, গাইসালের দুর্ঘটনার ছবি,ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর এক বাবার মেয়েকে কবর দেওয়ার ছবি - এগুলো একেকটা মডেল ছবি ফটোগ্রাফির দিক থেকে।আমার তোলা একটি ছবি ইউক্রেনে ফটোজার্নালিজম বিভাগে প্রথম পুরস্কার পায় যেখানে ভারত বাংলা দেশের একটা বর্ডার এলাকার করুন চিত্র ফুটে উঠেছিল।

রীমা মুখার্জির তোলা ভারত বাংলাদেশের বর্ডারের ছবি

এখন প্রশ্ন হল, ফটোগ্রাফারের কি কর্তব্য? একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে ফটোগ্রাফি কিন্তু এক শিল্পও বটে।অঙ্কন শিল্পে যেমন 'তুলি',ফটোগ্রাফিতে তেমনই 'ক্যামেরা' -শিল্পীকে তাঁর নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করে।একটি ছবি সত্যিকারের ইতিহাস যেমন লিপিবদ্ধ করে, তেমনই সঠিক ফ্রেমে ছবিটি তোলার মধ্যে যে নান্দনিকতা প্রকাশ পায়, তা ফটোগ্রাফারকে আনন্দ দেয়। শুধু তাই নয়, এভারেস্টে চূড়ায় যখন মানুষের বিজয়পতাকার ছবি দেখতে পাই, মন ভরে যায়। একটা অজানা গহীন অরণ্যে জঙ্গলের রাজা যখন শিকার করে, তার প্রতিটা চলার ভঙ্গিমা আমাদের কৌতূহল নিবারণ করে, একটা ফুলের ছবি, একটা পাখির ছবি গবেষণার অঙ্গ হয়ে ওঠে।কিন্তু,একটি ট্রাইবাল মহিলা যখন দুমুঠো অন্নের জন্য জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে যান,, তার সেই কষ্টকর জীবনের ছবি মুখ্য হবে নাকি তার অপূর্ব চলার ভঙ্গিমা, তা শুধুমাত্র ফটোগ্রাফারই ঠিক করবেন। ফটোগ্রাফির এথিক্স অনুযায়ী অবশ্যই ফটোগ্রাফারকে যেমন মনে রাখতে হবে তিনি কি দেখাতে চাইছেন এবং কেন চাইছেন, তেমনই কিন্তু ভালো দর্শক ও সমজদার হওয়াটাও দরকার। দরকার ভালো বিশ্লেষণ করার মতো চোখ এবং সৌন্দর্য ও আর্ট বোঝার জন্য মন। সেখানেই ফটোগ্রাফির সার্থকতা।

Reference:

https://www.thehindubusinessline.com/blink/watch/the-vulture-in-the-frame/article9901741.ece

https://lalitkumar.in/blog/godhra-riots-iconic-photograph/

.....x.....x.....x.....

কেভিন কার্টার এর দিকেও আলোচনার তীর ঘুরে যায়।ঠিক কি হয়েছিল এরপর, কেন তিনি শিশুটিকে না বাঁচিয়ে তার ছবি তুলেছিলেন ইত্যাদি প্রশ্নে জর্জরিত করা হয়েছিল মানুষটিকে।এমনকি, সেন্ট পিটার্সবার্গ টাইম্‌স (ফ্লোরিডা) তাকে ধিক্কার জানায় এই বলে যে তিনিও ছবির শকুনটির মতোই একজন যিনি একটা ভালো 'ফ্রেম' পাওয়ার জন্য লোভাতুর ছিলেন।

১৯৯৪ সালে এই ছবিটা তোলার জন্য কেভিন কার্টার পুলিৎজার পুরস্কার পান।কিন্তু তার ঠিক তিন মাস পর কার্টার আত্মহত্যা করেন।শোনা যায়, তিনি ঐ খরা দুর্ভিক্ষ দেখতে দেখতে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

সুদান কোথায় , কি হয় সেখানে, কেমন তার পরিস্থিতি - আমরা কিছুই কোনদিন জানতাম না, জানতে চাইতামও না।কিন্তু এই ছবিটা পৃথিবীর সামনে এসে পড়ায় সমস্ত মানুষের একটা অসহায়তা, রাগ, দুঃখের একটা মিলিত প্রতিক্রিয়া হয়। ছবির শকুনের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে কার্টার এর কথা মনে পড়ে, কিন্তু শিশুটির দিকে তাকালে সুদানের শাসন ব্যবস্থার দিকে কি প্রশ্ন ওঠে না?কিন্তু, আমরা বিচার করিনি সেই দিকটিকে।আমরা প্রশ্ন তুলেছি কেভিনের দিকে।ফটোগ্রাফারের কুৎসিত মানসিকতা নিয়েই আলোচনা হয়েছিল বেশি যার ফল হয়ত কার্টারের মৃত্যু!

এরকম আরো অসংখ্য ছবি আমাদের মনে গেঁথে আছে। ২০০২ সালে গুজরাতের গোধরার দাঙ্গাতে রয়টার এর রিপোর্টার অর্ক দত্তর তোলা একটি ছবি ভাইরাল হয়।ছবিটিতে দেখা যায়একজন মানুষ রোষান্বিত জনতার সামনে হাত জোড় করে তার পরিবারকে ছেড়ে দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছেন-তার মুখেচোখে আতঙ্ক-এক চোখে জল।পরে জানা যায় , মানুষটির নাম কুতুবউদ্দিন আনসারি, পেশায় দর্জি। তিনি ও তার পরিবার সেদিন দাঙ্গার হাত থেকে, সাক্ষাত মৃত্যুর থেকে বেঁচে যান কিন্তু মানুষের দৃষ্টি থেকে তারা বাঁচতে পারছিলেন না।তিনি সবাইকে মিনতি করেন, তাকে এবং তার পরিবারকে যেন একলা ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশেষে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে কলকাতায় আসার আহ্বান জানান এবং তিনি আমেদাবাদ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস করতে বাধ্য হন।

অর্ক দত্তর তোলা গুজরাত দাঙ্গার সেই ছবি

Magazine Gallery

Teachers' Corner

What Is Cooking
Picture Courtesy: Prof. Paramita Mallick

In Search of Pray
Picture Courtsey: Prof. Subharaj Paul

Tasty & Spicy
Picture Courtesy: Dr. Jyotirmoy Sikdar

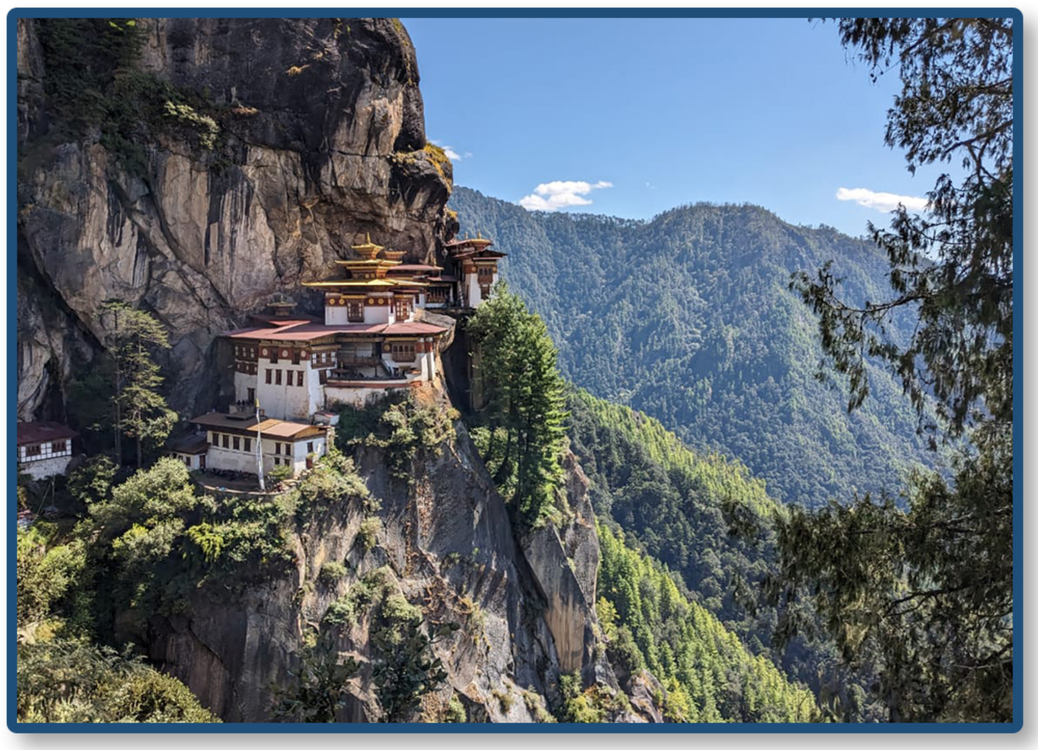

Tiger's Nest
Picture Courtsey: Prof. Aahana Singha

Magazine Gallery

Students' Corner

Where Water Meets Sky
Picture Courtesy: Sahin Mondal_2023 Passout

Nature Is The Best Painter
Picture Courtesy: Subhrajyoti Mistri_5th Sem

Amazing Wings
Picture Courtesy: Lina Sardar_1st Sem

Magazine Gallery

Students' Corner

Miracle of Nature
Picture Courtsey: Nafia Siddique_1st Sem

Golden Light
Picture Courtsey: Sanandita Banerjee_5th Sem

Students' Corner

Photo of The Month

Morning Glory

Picture Courtsey: Mrinmoy Das_5th Sem

    - You can include a series or project name with each title.
    - Keep in mind titles can be a great way to provide context for your work if it is part of the group exhibition.
4. URL for your portfolio website if you have one.
    - We dont include social media, blogs or non portfolio sites at this time.
    - Please spell out the URL
5. Contact information - If you do not have a portfolio site URL you can provide an email address OR instagram handle This will be used on the contributors page if your work is included.
6. If the issue you are submitting to has the theme "Portfolio" you will also need to include a project statement for your work. For other issues it is optional.